গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম
ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮- ৭৬৭ তারিখ: ১৯.১২.২০১৮ খ্রি.

বিষয়: ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংগ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা এর আওতায় AIF-3 অনুদান বিতরণের নিমিত্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগের পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮-৭৩৮, তারিখ: ১৯.১২.২০১৮ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংগের আওতায় মাঠ পর্যায়ে যোগ্যতম উদ্যোক্তা সিআইজি, লিফ ও কৃষি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের মাঝে এআইএফ-৩ অনুদান বিতরণের নিমিত্ত ইতোমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এবং এআইএফ-৩ পরিচালন বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত করে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব ছকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে বহুল প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় কাযকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো এবং উপ-প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ-পত্রসহ আগামী ১৫.০১.২০১৯ খ্রি. এর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

১৯/১২/১৮

(এস. এম. মনিরুজ্জামান)
পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ফোন: ০২ ৪৭১২০১৮৩

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

.....

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮- ৭৬৭ তারিখ: ১৯.১২.২০১৮ খ্রি.

সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ...বিভাগ,.....।
৪। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,.....।
৫। সহকারী আইসিটি স্পেশালিস্ট, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ (পত্রটি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। অফিস নথি।

১৯/১২/১৮

পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম
ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮- ৭৬৮ তারিখ: ১৯.১২.২০১৮ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ), ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) এর আওতায় যোগ্যতাসম্পন্ন সিআইজি, পিও এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (এআইএফ-৩) ম্যাচিং গ্রান্ট অনুদান বিতরণের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব আহবান।

১.	মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ)
২.	প্রকল্প	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর অংগ
৩.	উপ-প্রকল্প	এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ উপ-প্রকল্প
৪.	উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা-১০০০।
৫.	প্রকল্প/উপ-প্রকল্প পরিচিতি	আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনএটিপি-২ প্রকল্প গবেষক, সিআইজি, পিও এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এগ্রিকালচারালে ইনোভেশন ফান্ড এর প্রবর্তন করেছে। এই ফান্ডের তিনটি অংশের তৃতীয়টি অর্থাৎ এআইএফ-৩ উৎপাদিত পণ্য উন্নত উপায়ে বাজারজাত করে চাষিদের বাড়তি মুনাফা অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। এআইএফ-৩ ফান্ড সরবরাহ শিকলে (Supply Chain) বিশেষ ভূমিকা পালনকারী অর্থাৎ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের অধিক কার্যক্ষম করার জন্য তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই সহায়তা চাষি, ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা এবং সরবরাহ শিকলের সাথে জড়িত অন্যান্যদের মাঝে অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়ীক যোগাযোগ সৃষ্টিতে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে।
৬.	এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বা অনুদানের প্রাপ্তির যোগ্যতা	• সিআইজি ও পিওদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রদানকারী (যেমন- লিফ) আবেদন করতে পারবেন। • ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে। • ব্যবসায়ে ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (সাধারণ ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা, সিআইজি ও পিও প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ২ বৎসর, লিফদের প্রশিক্ষণ এবং কমপক্ষে ২ বৎসরের সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতা) • সকলেরই নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যালয়/স্থান থাকতে হবে। • লিফ ছাড়া অবশিষ্ট সকলের বার্ষিক বাজারজাতকৃত দ্রব্যাদির পরিমাণ এবং টাকায় লেনদেনের পরিমাণের (Turn Over) উল্লেখ থাকতে হবে। লিফ-উদ্যোক্তারা বছরে কত প্রকারের সেবা দেন, তার সংখ্যা এবং বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (Turn Over) টাকায় জানাবেন।
৭.	ম্যাচিং গ্রান্ট/অনুদানের পরিমান	মোট উপ-প্রকল্প মূলধনী ব্যয়ের ৫০%, সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা।
৮.	প্রযোজ্য শর্তাবলি/ নীতিমালা	১) এই ফান্ড নিবন্ধিত, সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যবসায়ী, সিআইজি, লিফ, এদের ব্যবসায়ীক কর্মকান্ড যা সিআইজি চাষি/সাধারণ চাষিদের উপকারে আসবে সে সবে আর্থিক প্রণোদনা দেবে; ২) এটি কেবল প্রকল্প এলাকার জন্য ব্যবহারযোগ্য; ৩) ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য নির্দিষ্ট ছকে আবেদন করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে; ৪) সংযুক্ত ছকপত্রের মাধ্যমে আবেদনকৃত প্রত্যেক উদ্যোক্তার কেবল একটি প্রস্তাবনা বিবেচনা করা হবে; ৫) প্রতিটি প্রস্তাবে সর্বোচ্চ গ্রান্টের পরিমাণ হবে ৫.৮১ লক্ষ টাকা। এর সাথে যুক্ত হবে উদ্যোক্তার নিকট হতে সম পরিমাণ অর্থ (৫০%)। কোন উদ্যোক্তা যদি ৫.৮১ লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করতে ইচ্ছুক হন তবুও প্রকল্পের অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫.৮১ লক্ষ টাকাই থাকবে; ৬) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কেবল উন্নত মানের সীমিত সংখ্যক প্রস্তাবে এই আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে; ৭) প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রস্তাবকারীকে কাজ শুরু করার পূর্বে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। ৮) পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য পৌন:পুনিক ব্যয়ে, (যেমন সার ও পোনাক্রয়, শ্রম, পরিবহন, ভ্রমণ, ইত্যাদি ব্যয়) এআইএফ-৩ ফান্ড ব্যবহার করা যাবে না; ৯) প্রস্তাবের ধরনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পর্যায়ে ফান্ডের অর্থ প্রদান করা হবে। উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক কিস্তি প্রদান নির্ভর করবে পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার পর; এবং ১০) পরিবেশগত বা সামাজিক মূল্যায়নে যেসব প্রস্তাব ব্যর্থ হবে সেসব প্রস্তাব ফান্ড প্রাপ্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে। *বিস্তারিত তথ্যের জন্য "এআইএফ-৩ পরিচালন বিধিমালা" দ্রষ্টব্য।
৯.	উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা	স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ এজেন্ট (লিফ) সহ উপজেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দ।
১০.	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, স্বতন্ত্র ফার্ম ও কমিশন কর্তৃক কার্যাদি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।
১১.	উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ছক, নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট প্রাপ্তিস্থান	সংশ্লিষ্ট লিফ এর নিকট হতে সংগ্রহ করা যাবে, তাছাড়া স্থানীয় উপজেলা মৎস্য অফিস/ফিয়াক থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে।
১২.	উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের সময়সীমা ও স্থান	সর্বশেষ ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি:, স্থানীয় উপজেলা মৎস্য দপ্তর।
১৩.	নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন তথ্যের জন্য স্থানীয় উপজেলা মৎস্য দপ্তরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

১৯/১২/১৮

(এস. এম. মনিরুজ্জামান)
পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

পত্র নং- পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮- ৭৬৮ তারিখ: ১৯.১২.২০১৮ খ্রিঃ

কার্যার্থে:

১। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ...,.....।

("এআইএফ-৩ ম্যাচিং গ্রান্ট বিতরণ- উপ-প্রকল্প" প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা লিফ ও সিআইজি এবং কৃষি ব্যবসায়ি উদ্যোক্তাদের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের নিমিত্ত বহুল প্রচারসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো)।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত:

১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

৩। প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ, এনএটিপি-২, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা।

৪। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ... বিভাগ, ...।

৫। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ...।

৬। সহকারী আইসিটি স্পেশালিস্ট, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগ (পত্রটি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৭। অফিস নথি।

১৯/১২/১৮

পরিচালক
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

এআইএফ-৩ পরিচালন বিধিমালা

১. ভূমিকা:

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। এই খাত ক্রমশ: আধা-বাণিজ্যিক থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। এই রুপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এনএটিপি-২ গবেষক, সিআইজি, পিও এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এগ্রিকালচারালে ইনোভেশন ফান্ড এর প্রবর্তন করেছে। **এই ফান্ডের তিনটি অংশের তৃতীয়টি অর্থাৎ এআইএফ-৩ উৎপাদিত পণ্য উন্নত উপায়ে বাজারজাত করে চাষিদের বাড়তি মুনাফা অর্জনে সহায়তা প্রদানের জন্য গ্রামীণ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে।** এআইএফ-৩ ফান্ড সরবরাহ শিকলে (Supply Chain) বিশেষ ভূমিকা পালনকারী অর্থাৎ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের অধিক কার্যক্ষম করার জন্য তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই সহায়তা চাষি, ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা এবং সরবরাহ শিকলের সাথে জড়িত অন্যান্যদের মাঝে অংশীদারিত্ব ও ব্যবসায়ীক যোগাযোগ সৃষ্টিতে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে কায◎কর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নির্দেশিকা প্রয়োজন। এই নির্দেশিকায় ফান্ড ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ, প্রস্তাবনা প্রণয়ন পদ্ধতি এবং ফান্ড ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. এআইএফ-৩ ফান্ডের উদ্দেশ্য:

অনুদানের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এআইএফ-৩:

- ক্ষুদ্র চাষিদের খামারে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ে সহায়তা দেবে;
- সিআইজি, সিআইজি-বহির্ভূত চাষি এবং প্রডিউসারস অর্গানাইজেশন ও ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৎস্য ব্যবসায়ে যৌথ অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে; এবং
- সর্বোপরি, কৃষিসেবায় নিয়োজিত সকলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

৩. এআইএফ-৩ এর মৌলিক নীতিমালা:

১) এই ফান্ড নিবন্ধিত, সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যবসায়ী, সিআইজি, লিফ, এদের ব্যবসায়ীক কর্মকান্ড যা সিআইজি চাষিদের উপকারে আসবে সে সবে আর্থিক প্রণোদনা দেবে;

২) এটি কেবল প্রকল্প এলাকার জন্য প্রযোজ্য;

৩) ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য নির্দিষ্ট ছকে আবেদন করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে;

৪) সংযুক্ত ছকপত্রের মাধ্যমে (সংযোজনী-১) আবেদনকৃত প্রত্যেক উদ্যোক্তার কেবল একটি প্রস্তাবনা বিবেচনা করা হবে;

৫) প্রতিটি প্রস্তাবে সর্বোচ্চ গ্রান্টের পরিমাণ হবে ৫.৮১ লক্ষ টাকা। এর সাথে যুক্ত হবে উদ্যোক্তার নিকট হতে সম পরিমাণ অর্থ (৫০%)। কোন উদ্যোক্তা যদি ৫.৮১ লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করতে ইচ্ছুক হন তবুও প্রকল্পের অনুদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫.৮১ লক্ষ টাকাই থাকবে;

৬) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে কেবল উন্নত মানের সীমিত সংখ্যক প্রস্তাবে এই আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হবে;

৭) প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ প্রস্তাবকারীকে কাজ শুরু করার পূর্বে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। চুক্তির নমুনা সংযোজনী-২ এ দ্রষ্টব্য;

৮) পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য পৌন:পুনিক ব্যয়ে, (যেমন সার ও পোনাক্রয়, শ্রম, পরিবহন, ভ্রমণ, ইত্যাদি ব্যয়) এআইএফ-৩ ফান্ড ব্যবহার করা যাবে না;

৯) প্রস্তাবের ধরনের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন পর্যায়ে ফান্ডের অর্থ প্রদান করা হবে। উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক কিস্তি প্রদান নির্ভর করবে পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার পর; এবং

১০) পরিবেশগত বা সামাজিক মূল্যায়নে যেসব প্রস্তাব ব্যর্থ হবে সেসব প্রস্তাব ফান্ড প্রাপ্তির অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৪. এআইএফ-৩ এর কর্মপরিধি:

১) ফান্ড প্রাপ্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ:

মূল্য শিকল (Value Chain) উন্নয়নে এই ফান্ডের অর্থ যে সব ক্ষেত্রে প্রধানত: ব্যবহৃত হবে তা হলো:

- নতুন প্রযুক্তি
- আহরণোত্তর প্রযুক্তি
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, এবং
- কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ। (বিস্তারিত সারণি-১ এ দ্রষ্টব্য)।

২) লক্ষ্যমাত্রা: কমপক্ষে ১৩৩টি প্রস্তাব মৎস্যক্ষেত্রে ফান্ড প্রদানের জন্য বিবেচিত হবে।

সারণি-১: এআইএফ-৩ ফান্ড প্রদানযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ

ক্র নং	প্রযুক্তি ক্ষেত্র	মৎস্য উৎপাদন উপ-খাত
১.	নতুন প্রযুক্তি	• হ্যাচারি উন্নয়ন, হ্যাচারি/কৌলিতাত্বিকভাবে উন্নত ব্রুড হতে পোনা উৎপাদনের জন্য খুদে গবেষণাগার- এসবের জন্য যন্ত্রপাতি • আধা নিবিড়/নিবিড় মৎস্যচাষের জন্য পানির পাম্প/প্যাডল হুইল, এ্যারেটর, পানি/মাটি পরিমাপের কিট • অন্যান্য নতুন উদ্ভাবিত কার্যাবলি
২.	আহরণোত্তর প্রযুক্তি	• প্যাকেজিং, গ্রেডিং এবং ধৌতকরণ সুবিধাসম্বলিত পণ্য সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন • গ্রেডিং, স্বল্পকালিন মজুদাগার, প্যাকেজিং যন্ত্রপাতি এবং ছাউনি • স্বল্পমূল্যের ইনসুলেটেড/হিমাগার • স্টাইরোফোমের বাক্স, লম্বা দূরুত্বে পরিবহনের জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম • পরিবহন যন্ত্রপাতি (যেমন, ড্রাম,এ্যারেটর, ইত্যাদি)/দূরবর্তী স্থানে তাজা মাছ পরিবহনের জন্য গাড়ী • বরফ কল • অন্যান্য নতুন উদ্ভাবিত কার্যাবলি
৩.	কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ	• পাঙ্গাস, তিলাপিয়া এবং অন্যান্য উপযুক্ত মাছ হতে মাছের ফিলে, ফিসবল, ফিশ নাগেট্স, ইত্যাদির জন্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি • পাঙ্গাস, তিলাপিয়া, কই, রুই-জাতীয় মাছ, ইত্যাদির জন্য মৎস্য ড্রেসিং (Dressing) যন্ত্রপাতি • প্রক্রিয়াজাত মাছের জন্য প্যাকেজিং দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি • প্রক্রিয়াজাত মৎস্য দ্রব্যাদির জন্য হিমাগার সুবিধাদি • বিদ্যুৎ জেনারেটর, ডিসপ্লে ফ্রিজার, ইত্যাদি • শীতল পরিবহন ব্যবস্থা যার সাহায্যে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি চেইন শপে প্রেরণ করা হবে • অন্যান্য নতুন উদ্ভাবিত কার্যাবলি
৪.	বাণিজ্যিক কৃষি	• মৎস্য খাদ্য কারখানা • বরফ কল • প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য তৈরির কারখানা (যেমন, পাংগাস, তিলাপিয়া মাছের ফিলে, ফিসবল, ফিস নাগেট্স, ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য) • প্লাস্টিক ক্রেট (Plastic crates), প্যাকেজিং দ্রব্যাদি • পরিবহনের জন্য ইনসুলেটেড ভ্যান, কাভার্ড ভ্যান, পিক-আপ ভ্যান, ইত্যাদি • অন্যান্য নতুন উদ্ভাবিত কার্যাবলি

৫. **প্রকল্প প্রস্তাব নির্বাচন:**

১) সিআইজি/পিও/লিফ এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের মানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ফান্ডের জন্য নির্বাচন করা হবে।

২) **উপজেলায় মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের তালিকা (Inventory) প্রণয়ন:**

মৎস্য সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহের জন্য এ ধরনের একটি তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় পিআইইউ-ডিওএফ এ পাঠাবে।

৩) **স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচার এবং প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান:**

বিজ্ঞপ্তি, জনসংযোগ এবং Web-based মাধ্যমের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের কাজটি সংশ্লিষ্ট উপেজেলা মৎস্য কার্যালয় সম্পাদন করবেন। এরপর ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত তালিকার ভিত্তিতে কৃষি উদ্যোক্তাদের নিকট হতে সংযুক্ত ছকপত্রে (সংযোজনী-১) প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করবেন।

৪) **ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের যোগ্যতা যাচাই এর বৈশিষ্টাবলি:**

- সিআইজি ও পিওদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠিত ব্যাক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রদানকারী (যেমন- লিফ) আবেদন করতে পারবেন।
- ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে।
- ব্যবসায়ে ভালো অভিজ্ঞাতা থাকতে হবে (সাধারণ ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞাতা, সিআইজি ও পিও প্রতিষ্ঠানের কমপক্ষে ২ বৎসর, লিফদের প্রশিক্ষণ এবং কমপক্ষে ২ বৎসরের সেবা প্রদানের অভিজ্ঞাতা)
- সকলেরই নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যালয়/স্থান থাকতে হবে।
- লিফ ছাড়া অবশিষ্ট সকলের বার্ষিক বাজারজাতকৃত দ্রব্যাদির পরিমাণ এবং টাকায় লেনদেনের পরিমাণের (Turn Over) উল্লেখ থাকতে হবে। লিফ-উদ্যোক্তারা বছরে কত প্রকারের সেবা দেন, তার সংখ্যা এবং বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (Turn Over) টাকায় জানাবেন।

সারণি-২: উদ্যোক্তা নির্বাচনী বৈশিষ্টসমূহ

নির্বাচনী বৈশিষ্টসমূহ	কৃষি উদ্যোক্তা	সিআইজি উদ্যোক্তা	নারী উদ্যোক্তা	পিও উদ্যোক্তা	লিফ উদ্যোক্তা
প্রামাণিক কাগজপত্র	অবশ্যই বৈধ এবং হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে	প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হতে হবে	অবশ্যই বৈধ এবং হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে	অবশ্যই বৈধ এবং হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স/ নিবন্ধন থাকতে হবে	অবশ্যই বৈধ এবং হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে
অফিস/ব্যবসায় সুবিধা	অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক অফিস/ব্যবসার স্থান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক অফিস/ব্যবসার স্থান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক অফিস/ব্যবসার স্থান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক অফিস/ব্যবসার স্থান থাকতে হবে	অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক অফিস/ব্যবসার স্থান থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা	একই ধরনের কাজে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা	একই ধরনের কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	একই ধরনের কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	একই ধরনের কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা	একই ধরনের কাজে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা
ব্যাংক এ্যাকাউন্ট	অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০% হিসাবে থাকতে হবে	অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০% হিসাবে থাকতে হবে	অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০% হিসাবে থাকতে হবে	অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০% হিসাবে থাকতে হবে	অবশ্যই ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত ব্যয়ের কমপক্ষে ৫০% হিসাবে থাকতে হবে
চাষি-বাজার সংযোগের ক্ষেত্রে	বাজারে নেয়া পণ্যের বার্ষিক পরিমাণ ও	বাজারে নেয়া পণ্যের বার্ষিক পরিমাণ ও	বাজারে নেয়া পণ্যের বার্ষিক পরিমাণ ও	বাজারে নেয়া পণ্যের বার্ষিক পরিমাণ ও	কী কী ধরণের কয়টি সেবা বছরে দেয়া

অভিজ্ঞতা	মূল্য	মূল্য	মূল্য	মূল্য	হয়েছে এবং তার বার্ষিক উৎপাদন পরিমাণ কত?

৬. প্রকল্প প্রস্তাব তৈরির ধাপসমূহ:

১) সংযুক্ত ছকপত্র ব্যবহার করে (সংযোজনী-১) বাংলায় প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করতে হবে।

২) তৈরি করার সময় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রয়োজনে স্থানীয় চাষিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভায় বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩) ভাল একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরিতে লিফ এবং ক্ষেত্র সহকারীগণসহ উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের অন্যান্যরা সহায়তা দেবেন।

৪) **প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল:** প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আগ্রহী উদ্যোক্তা তাদের নিজ নিজ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে দাখিল করবেন। উপজেলা মৎস্য কার্যালয় প্রস্তাব দাখিলকারীদের প্রস্তাব প্রাপ্তি মর্মে রিসিট/স্বীকৃতিপত্র দেবেন।

৫) **দাখিলকৃত প্রস্তাবসমূহ উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক যাচাই:** উপজেলা মৎস্য কার্যালয় প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ মাঠ পর্যায়ের যাচাই সম্পন্ন করবেন এবং যাচাই উত্তীর্ণ প্রস্তাবসমূহ পিআইইউ-ডিওএফ কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। যাচাই করার বিষয়সমূহ (সারণি-৩) নিম্নরূপ:

সারণি-৩: দাখিলকৃত প্রস্তাবনা যাচাই এর বিষয়াদি

ক্র নং	যাচাই বৈশিষ্টাবলি	পর্যবেক্ষণ		সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি
		হ্যাঁ	না	
১.	**উদ্যোক্তাদের ব্যাংক একাউন্ট আছে কিনা** (এ্যাকাউন্ট নং এবং ব্যাংক ও শাখার নাম উল্লেখ থাকতে হবে)			
২.	**উদ্যোক্তা কি নিবন্ধিত, অথবা তার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স আছে কি?** (সংশ্লিষ্ট তথ্যের ঘরে নিবন্ধন/ট্রেড লাইসেন্সের নাম্বার এবং কর্তৃপক্ষের নাম লিখতে হবে।			
৩.	**উদ্যোক্তার কি প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সামর্থ আছে?** (তিনি নিজে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা, অথবা চালাতে সক্ষম অন্য লোক আছেন কিনা, দক্ষ জনশক্তি, গাড়ী চালক আছে কিনা,- ইত্যাদির বিষয়ে তথ্য প্রয়োজন)			
৪.	**যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদ্যোক্তা কি নির্দেশিকা তৈরি করেছেন?** (সুনির্দিষ্টভাবে তথ্যাদির কলামে উল্লেখ করুন)			
৫.	**চলতি বাজার মূল্যের সাথে উপ-প্রকল্পের সাথে ব্যয়ভার অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তার যৌক্তিকতা** (সুনির্দিষ্ট তথ্যাদির কলামে উল্লেখ করুন)			
৬.	**প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উদ্যোক্তা কি সক্ষম?** (অতীত অভিজ্ঞাতা, প্রযুক্তি ব্যবহারে সামর্থ, পরিচালন নির্দেশিকা, সংগৃহীত তহবিল (নগদে এবং জিনিসপত্রে), অফিস বা স্থান, ইত্যাদি বিবেচনায়)			
৭.	**প্রকল্প প্রস্তাবের বাস্তবায়নের উদ্যেশ্য এলাকার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এবং**			

	ব্যবসা পরিকল্পনা যুক্ত করা হয়েছে কিনা? (স্থানীয় চাষিদের চাহিদা বিবেচনা করা হয়েছে কিনা, অথবা স্থানীয় বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযোগ আছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে)			

স্বাক্ষর: লিফ/ক্ষেত্র সহকারী/সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা

(নাম, তারিখ ও সিলসহকারে:)

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

স্বাক্ষর ও তারিখ

সিল:

৭. উপ-প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়নঃ

উপজেলা কার্যালয় হতে প্রাথমিক যাচাই এর পর প্রেরিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক একটি ৫-সদস্য বিশিষ্ট 'উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র অনুমোদন দেবেন। পিআইইউ-ডিওএফ এর পরিচালক মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

- **মূল্যায়নের মূল বিষয়সমূহ:**

  ১) উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক উদ্যোক্তার ব্যাংক এ্যাকাউন্ট, ব্যাংকে জমা, নিবন্ধন হাল নাগাদ এর লাইসেন্স, ইত্যাদির মাঠ পর্যায়ের যাচাই।

  ২) স্থানীয় চাহিদা এবং বাজার সংযোগের সাথে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা,

  ৩) উপ-প্রকল্পের কারিগরি ও আর্থিক উপযোগিতা,

  ৪) টেকসই হওয়ার সম্ভাব্যতা (অংশীদারিত্ব, রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি বিবেচনায়)

  ৫) আর্থিক উপকারিতা

  ৬) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট হওয়া নতুন ধারণার সম্প্রসারণযোগ্যতা, ইত্যাদি।

- **মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:** পিআইইউ-ডিওএফ এ উপজেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ উপরিউক্ত ৫-সদস্য বিশিষ্ট 'উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি নিম্নোক্ত বৈশিষ্টাবলির ভিত্তিতে (সারণি-৩) প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করবেন:

সারণি-৪:মূল্যায়ন বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক্রঃ নং	বৈশিষ্ট্যসমূহ	হ্যাঁ/না	প্রস্তাব এবং মাঠ পর্যায়ের যাচাই এর ভিত্তিতে মূল্যায়নী পর্যবেক্ষণ*	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উপ-প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলি সুস্পষ্ট হয়েছে কি? এনএটিপি-২ এর মূল্য শিকল (Value Chain) উন্নয়ন, ও উচ্চ-মূল্য মাছের বাজারজাতকরণ বিষয়ের উদ্দেশ্যাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি?			
২.	এআইএফ-৩ নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রস্তাবটি তৈরি করা হয়েছে কি?			
৩.	প্রকল্প প্রস্তাবটি কি পণ্যের মানোন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র চাষিদের উৎপাদিত পণ্য (মাছ বা মাছ সম্পর্কিত) বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি মুনাফা অর্জনে সাহায্য করবে?			
৪.	কাংখিত ফলাফল অর্জনে প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত কর্মপরিকল্পনা কি যথেষ্ট এবং যথার্থ?			
৫.	প্রস্তাবে উল্লেখিত সমস্যাদি, উদ্দেশ্যাবলি এবং কার্যাবলি প্রদর্শিত বাজেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?			
৬.	প্রস্তাবকারী/দের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং সামর্থ আছে কি?			

৭.	পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়াদি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে বিবেচনা করা হয়েছে কি?			
৮.	প্রস্তাবকারী/দের কি অফিসিয়াল নিবন্ধন বা ট্রেড লাইসেন্স আছে?			
৯.	প্রস্তাবকারী/দের কি তাদের ব্যাংক একাউন্টে প্রয়োজনীয় মোট চাহিদার ৫০% সঞ্চিত আছে?			
১০.	প্রস্তাবিত কৃষি ব্যবসায়ে প্রস্তাবকারী/দের কি প্রমাণিত অভিজ্ঞতা আছে?			
১১.	প্রস্তাবকারী/গণ কি নারী উদ্দ্যোক্তা?			
১২.	প্রকল্পের কি বিস্তারের (expansion) সম্ভাবনা আছে?			
১৩.	মাঠ পর্যায়ের যাচাই প্রতিবেদন আছে কি?			

* প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন।

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের শিরোনাম----------

উপ-প্রকল্প প্রস্তাবটি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক গ্রহণযোগ্য/অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

মূল্যায়ন কমিটি সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর

১। নামঃ ----------২। নামঃ ----------

স্বাক্ষর ও তারিখঃ ---------- স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

৩। নামঃ ---------- ৪। নামঃ ----------

স্বাক্ষর ও তারিখঃ ---------- স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

৫। নামঃ ----------

স্বাক্ষর ও তারিখঃ ----------

৮. প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন দান:

১) কেবল 'উপ-প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশক্রমেই ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদানের জন্য কোন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে।

২) মূল্যায়ন কমিটি প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পিআইইউ-ডিওএফ এর নিকট জমা দেবেন।

৩) এর পর পিআইইউ-ডিওএফ এর পরিচালক মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

৪) কেবল মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পিআইইউ-ডিওএফ পরিচালক সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বাস্তবায়ন ও রেকর্ডের জন্য পাঠাবেন।

৫) উপ-প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেয়ার সর্বশেষ তারিখ হতে ১২০ দিনের মধ্যে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবকারীকে উপ-প্রস্তাবের ফলাফল (গ্রহণযোগ্য/অগ্রহণযোগ্য) জানিয়ে দেবেন।

৯. ফান্ড বিতরণ পদ্ধতি:

১) ফান্ড বিতরণ প্রক্রিয়ায় গৃহীত সকল উপ-প্রকল্পের বেলায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাব রক্ষায় (accounting), আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে, অডিটিং এ (auditing) একই নিয়ম অনুসৃত হবে।

২) প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ সকল উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য ফান্ড পিআইইউ-ডিওএফ হতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের হিসাবে যাবে। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবককে অবহিত করে উপজেলা মৎস্য কার্যালয় ফান্ডের অর্থ প্রস্তাবকের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে জমা দেবেন।

৩) নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাবকের এ্যাকাউন্টে ফান্ড প্রেরণ করা হবেঃ

- কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে সকল কেনাকাটা সমাপ্ত করার বিষয়টি উপজেলা মৎস্য কার্যালয় নিশ্চিত করবেন;
- সিআইজি/পিও উদ্যোক্তাদের 'রিসিভিং কমিটি'/'মালামাল গ্রহণ কমিটি' কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামাল গ্রহণ করার সার্টিফিকেট প্রদান;
- উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ে মূল বিল, স্টক এন্ট্রিসহ ভাউচার, ভ্যাট চালান, কোটেশন, ইত্যাদি জমাদান;
- ক্রয় মূল্যের ন্যূনপক্ষে ৫০% ক্রস চেকের মাধ্যমে উদ্যোক্তা কর্তৃক সরবরাহকারীকে দেয়ার প্রমাণ, ইত্যাদি;

৪) উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের এ বিষয়ে মূল দায়িত্ব হলো: প্রচলিত আর্থিক বিধিমালা অনুসরণ করে উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের কাজসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং পিআইইউ-ডিওএফ ও উদ্যোক্তাকে অবহিত রাখা।

৫) **ফান্ড ব্যবস্থাপনা:**

প্রতিটি অনুমোদিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের জন্য উদ্যোক্তার অংশ এবং ম্যাচিং ফান্ড - পুরোটাই উদ্যোক্তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অবস্থায় পরিচালিত হবে।

৬) **ফান্ড এর বিভাজন:**

প্রতিটি ম্যাচিং গ্রান্ট এর পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ ৫.৮১ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প প্রস্তাবে অনুমোদিত খরচের শতকরা ৫০ ভাগ। এই পরিমাণের উপর গ্রহীতার অংশ হবে কম পক্ষে ৫০% যা কিনা ৫.৮১ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হবে ১১.৬২ লক্ষ টাকা। যদি কোন উদ্যোক্তা তার নিজ অংশে ৫.৮১ টাকার অধিক ব্যয় করতে চান সেক্ষেত্রে এনএটিপি-২ কর্তৃক দেয় ম্যাচিং গ্রান্টের পরিমাণ একই থাকবে অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকা।

১০. ক্রয় প্রক্রিয়া:

অনুমোদিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ে (মালামাল এবং সেবা) নিম্নোক্ত ক্রয়প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবেঃ

- **সহজ ক্রয়ঃ** প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্বাচনের জন্য স্পট কোটেশন (RFQ) সংগ্রহের মাধ্যমে কেনা কাটা;
- **সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিঃ** ছোট-খাট দ্রব্যাদি (যথার্থ মূল্য যাচাই এবং দ্রব্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, সরাসরি ক্রয় করা যাবে। স্থানীয় বাজারে যেসব দ্রব্যের সরবরাহ খুবই সীমিত সেসব দ্রব্য 'Single Source Procurement' অনুসরণ করে ক্রয় করা যাবে)।
- ছোট-খাট দ্রব্যাদির বেলায় উদ্যোক্তা ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত দ্রব্য নগদে ক্রয় করতে পারবেন। দ্রব্যের মূল্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করা হবে যেন অনুমোদিত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবে তালিকাভুক্ত সকল দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবেই ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে বা গ্রুপে প্যাকেজ আকারে অথবা বিভিন্ন দ্রব্যাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করে করা যাবে। উদ্যোক্তা অনুমোদিত তালিকার বাইরে কোন দ্রব্য ক্রয় করতে পারবেন না।

১) **প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোক্তাগণের ক্রয় পদ্ধতিঃ** উদ্যোক্তা কমপক্ষে তিনটি 'প্রাইস কোটেশন' সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা অফিসকে জানাবেন। উপজেলা কর্মকর্তা বাজারে উক্ত দ্রব্যের মূল্য যাচাই করবেন। যদি কোটেশনে উল্লেখিত মূল্য বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে উপজেলা কর্মকর্তা উদ্যোক্তাকে কেনাকাটা সম্পন্ন করতে বলবেন। পঁচিশ হাজার (২৫,০০০.০০) টাকা পর্যন্ত মূল্যের ছোটখাট দ্রব্যাদি 'শপিং' পদ্ধতি অনুসরণ করে (উপরে উল্লেখিত) ক্রয় করবেন। প্রয়োজনে এই ধরনের ক্রয়ের বিষয়ে উদ্যোক্তাকে পিআইইউ-ডিওএফ এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ ধরনের সকল ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির জন্য উদ্যোক্তা 'স্টক রেজিষ্টার' সংরক্ষণ করবেন।

২) **সিআইজি/পিও উদ্যোক্তাবৃন্দের ক্রয় পদ্ধতিঃ** যেহেতু সিআইজি/পিওদের ২০ সদস্যের কমিটি আছে সেহেতু স্বচ্ছতার স্বার্থে তারা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন-

- **ক্রয় কমিটিঃ** গ্র্যান্ট গ্রহণকারী সিআইজি/পিও তাদের ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্য হতে তিনজনের একটি 'ক্রয় কমিটি' গঠন করবে। সিআইজি/পিও উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্যোগের ব্যবস্থাপনা কমিটিই হবে 'ক্রয় কমিটি'। 'ক্রয় কমিটি' প্রকল্প প্রস্তাবের তালিকাভুক্ত সকল কেনা কাটা বর্ণিত নিয়মে সম্পন্ন করবে।

- **'মালামাল গ্রহণ কমিটি':** একইভাবে ৩ সদস্যের একটি পৃথক কমিটি গঠন করা হবে যার সদস্যরা 'ক্রয় কমিটির' সদস্য থেকে আলাদা হবেন। 'মালামাল গ্রহণ কমিটি' বা 'রিসিভিং কমিটি' মালামালের মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার উপযোগী কিনা তা যাচাই করে গ্রহণ করবেন।
- **বিল পরিশোধ:** উদ্যোক্তাগণ তাদের সংগৃহীত নিজ নিজ মালামালের একটি প্রতিবেদন (প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে) উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে জমা দেবেন। এই প্রতিবেদনের বিষয়াদি যাচাই করে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে উপজেলা কার্যালয় পিআইইউ-ডিওএফ এ অর্থ বরাদ্দের জন্য একটি অনুরোধ পত্র প্রেরণ করবেন। অনুরোধ পত্রে এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে যে, সংযুক্ত তালিকার দ্রব্যাদি উদ্যোক্তার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুসারে যথাযথ নিয়মে ক্রয় করা হয়েছে। পিআইইউ-ডিওএফ 'অনুরোধ পত্রের ভিত্তিতে' উপজেলা এ্যাকাউন্টে টাকা প্রদান করবেন। উপজেলা অফিস তারপর 'ব্যাংক ট্রান্সফার' বা 'এ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক' এর মাধ্যমে উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে ফান্ড হস্তান্তর করবেন। উদ্যোক্তা মালামাল সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে তার একাউন্ট হতে ক্রসচেকের মাধ্যমে অর্থ-পরিশোধ করবেন। সকল অর্থ পরিশোধের সাথে পেমেন্ট অব বিল/ভাউচার এবং 'ক্যাশ রিসিট' (যেখানে যেমন প্রযোজ্য) যুক্ত থাকবে।

১১. ক্রয় পরবর্তী ব্যবস্থাপনা:

- উদ্যোক্তা ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির ব্যবহার-নির্দেশিকা প্রস্তুত করবেন।
- উপ-প্রকল্প প্রস্তাবভুক্ত ক্রয়কৃত সকল মালামাল উদ্যোক্তার সম্পদে পরিণত হবে এবং তা হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- মালামালসমূহ উদ্যোক্তার একই ধরনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অথবা তার অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার যোগ্য।

১২. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তারগণের ভূমিকা ও দায়িত্ব:

- উদ্যোক্তা অংশের ৫০% প্রদানের সামর্থ উদ্যোক্তার রয়েছে এই মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;
- উদ্যোক্তার আর্থিক সকল কাজে যেমনঃ ক্রয়, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নির্দেশিকা প্রণয়ন, এ্যাকাউন্টিং, প্রতিবেদন প্রণয়ন, অডিট বিষয়, ইত্যাদিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সহায়তা দেবেন;
- উপ-প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নে আর্থিক এবং মাঠ পর্যায়ের সকল কাজে উদ্যোক্তাকে পরামর্শ দেবেন;
- প্রয়োজনে পিআইইউ-ডিওএফ এর সাথে সমন্বয় করে এতদ্‌সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন;
- সম্পদ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, ব্যয়, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তথ্যাদি সংরক্ষণের কাজ হালনাগাদ রাখবেন যেন সেখান থেকে সময়ে সময়ে পিআইইউ বা পিএমইউতে তথ্যাদি প্রেরণ করা যায়।
- উপজেলা অফিস ম্যাচিং গ্রান্ট এর ব্যবহার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা অথবা কোনরূপ সংশোধনের (যদি করা হয়) ইত্যাদি বিষয়ে পিআইইউ-ডিওএফকে অবহিত রাখবে।

১৩. হিসাবরক্ষণ:

- উদ্যোক্তাগণ তাদের বর্তমান ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করে প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে পারবেন, এর জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্টের প্রয়োজন নেই।
- উদ্যোক্তা তার জন্য প্রযোজ্য বাইল'জ/ব্যবসা পরিচালনার নিয়মানুযায়ী ব্যাংক এ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে সকল লেনদেন, স্বাক্ষর, ইত্যাদি করবেন;
- ব্যয়ের সকল রেকর্ড, কেনাকাটার সকল ভাউচার, বড় ক্রয়ের জন্য (টেন্ডার বা স্পট কোটেশন) হিসাবরক্ষণ বিষয়ে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী উদ্যোক্তা ব্যবস্থা নেবেন;
- উদ্যোক্তার নির্দিষ্ট 'ক্যাশিয়ার/ট্রেজারার' ব্যয়ের সকল রেকর্ড, আর্থিক লেনদেন, ক্যাশবুক (ডাবল এন্ট্রি), ভাউচার, অগ্রীম প্রদানের রেকর্ড ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন যেন এসবের তথ্য থেকে পিআইইউ বা পিএমইউকে প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজে বা অডিট বিষয়ে ব্যবহার করা যায়।

- যেহেতু উপজেলা অফিস হতে উদ্যোক্তার একাউন্ট এআইএফ-৩ সংক্রান্ত ফান্ড হস্তান্তর করা হবে, সেহেতু এতদ্‌সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের নথিপত্র যথাযথভাবে উপজেলা অফিসকে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. এআইএফ-৩ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

- পিআইইউ-ডিওএফ নিয়মিত উপ-প্রকল্পসমূহের কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে এবং ষান্মাসিকভিত্তিতে পিএমইউ এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।
- পিএমইউ, এনএটিপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাঝ পর্যায়ে একবার এবং সর্বশেষ বৎসরে আর একবার এআইএফ-৩ বাস্তবায়ন, উৎকর্ষ মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নের আর্থিক বিষয়সমূহ এবং পুরো আর্থিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করবে।
- পিএমইউ দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত এআইএফ-৩ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রস্তাবসমূহের বাস্তবায়নের কাজ পরিবীক্ষণ করবে।
- নিয়োগপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র ফার্ম- তাদের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের অংশ হিসেবে এআইএফ-৩ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সার্বিক উপযোগিতা যাচাই করবে।

সংযোজনী-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

উদ্যোক্তা (এআইএফ-৩) উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের ছকপত্র

প্রথম অংশ (সাধারণ তথ্যাবলি)

১. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নাম:

২. উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পোষ্ট কোড):

৩. সংস্থার প্রতিষ্ঠার বছর:

৪. রেজিষ্ট্রেশন/ট্রেড লাইসেন্স নং ও তারিখ: (রেজিষ্ট্রেশন সনদপত্র/ট্রেড লাইসেন্স এর কপি সংযুক্ত করতে হবে):

৫. সংস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সংস্থা কর্তৃক অতীতে বাস্তবায়িত এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের বর্ণনাসহ প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ডের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে):

৬. ব্যাংক হিসাবের তথ্যাবলি (ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা, একাউন্ট এর নাম, একাউন্ট নম্বর, বর্তমান স্থিতি, হিসাব বিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে):

৭. সংস্থার মালিকানাধীন প্রধান প্রধান সম্পদের তালিকা:

৮. যোগাযোগকারীর নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বর:

দ্বিতীয় অংশ: কারিগরি ও আর্থিক তথ্যাবলি:

৯. উপ-প্রকল্পের শিরোণাম (সুস্পষ্ট, অর্থবহ এবং স্বব্যাখ্যাত শিরোনাম)
১০. উপ-প্রকল্প এলাকা (কার্যক্রম যে এলাকায় বাস্তবায়িত হবে):
১১. প্রকল্পের মেয়াদ (প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু ও সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করতে হবে):
(ক) ক্রয় কার্য সম্পাদন কাল :
(খ) বাস্তবায়নকাল :

১২.উপ-প্রকল্পের বর্ণনা (প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ড এনএটিপি-২ প্রকল্পে কিরূপ প্রভাব ফেলবে, উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ড সিআইজি কর্মকান্ডের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ, উপ-প্রকল্পের উপকারভোগী):
(ক) পটভূমি ও যৌক্তিকতা
(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৩. বাস্তবায়ন পদ্ধতি (প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ্য করতে হবে):

১৪. বাজেটে এবং প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুদান (প্রকল্প ব্যয়ের মোট বাজেট এবং এআইএফ (AIF-3) উৎস হতে প্রয়োজনীয় বাজেটের পরিমাণ উল্লেখসহ বাজেটের প্রত্যেক লাইন আইটেমে উদ্যোক্তার ব্যয় পরিমাণ নিচের ছক অনুযায়ী উল্লেখ করতে হবে):

উপ-প্রকল্পের শিরোণাম:			ম্যাচিং গ্র্যান্ট এর ধরন: (AIF-3)	
বাজেট ব্যয় খাত**	কার্যক্রমের ধরন (ব্যয়/মূল্য)	বাজেট অবদান (টাকা)		মন্তব্য
		ম্যাচিং গ্র্যান্ট অংশ* (৫০%)	উদ্যোক্তার অংশ (৫০%)	
ক) মূলধন খরচ				
মোট				
খ) পৌন:পুনিক খরচ				
মোট				
সর্বমোট				

*উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনায় অনুদান সর্বোচ্চ ৫.৮১ লক্ষ টাকা হবে যা উপ-প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০%। বাকি ৫০% টাকা যার পরিমাণ ৫.৮১ লক্ষ টাকা, উদ্যোক্তার অবদান থাকবে । সুতরাং উপ-প্রকল্পে মোট ব্যয় ১১.৬২ লক্ষ টাকা ধরা হবে। তবে কোন উদ্যোক্তার প্রস্তাবে উপ-প্রকল্পের ব্যয় ১১.৬২ লক্ষ টাকা বেশী হলেও প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ম্যাচিং গ্রান্ট অনুদান একই অর্থাৎ ৫.৮১ লক্ষ টাকা হবে।

**বাজেটে এবং প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুদান (প্রকল্প ব্যয়ের মোট বাজেট এবং এআইএফ (AIF-3) উৎস হতে প্রয়োজনীয় বাজেটের পরিমাণ উল্লেখ্যসহ বাজেটের প্রত্যেক লাইন আইটেমে উদ্যোক্তার ব্যয় পরিমান নিচের ছক অনুযায়ী উল্লেখ করেত হবে):

১৫. প্রধান প্রধান কর্মকান্ড ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:

১৬. ঝুঁকি এবং ঝুঁকি মোকাবেলায় পদক্ষেপ (সম্ভাব্য ঝুঁকি অথবা বাস্তবায়ন সময়কালে উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে তা' উল্লেখ করতে হবে; ঝুঁকি মোকাবেলায় যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):

১৭. উপ-প্রকল্পের কর্মকান্ড দ্বারা সিআইজি এবং পার্শ্ববর্তী চাষিরা কীভাবে লাভবান হবেন তার বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, নারী চাষিদের লাভবান হবার কোন সুযোগ আছে কিনা বর্ণনা করতে হবে;

১৮. পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়াদি (উপ-প্রকল্প কর্মকান্ডের দ্বারা পরিবেশগত এবং সামাজিক কোন নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে কিনা এবং হলে কীভাবে তা মোকাবেলা করা হবে তা উল্লেখ্য করতে হবে)

১৯. উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সুযোগ সৃষ্টিতে এই প্রকল্পের ভূমিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

২০. মেয়াদ শেষে উপ-প্রকল্পের ধারাবহিকতা অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা (বর্তমান উপ-প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পর এই কাজ অন্যত্র করার সুযোগ আছে কিনা থাকলে তার ব্যাখ্যা এবং তাতে বর্তমান উপ-প্রকল্পের ভূমিকা কী হবে, ইত্যাদি)।

স্বাক্ষর: ----------

উদ্যোক্তার নাম: ----------

উদ্যোক্তার পদবী: ----------

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর: ----------

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম: ----------

সিল: ----------

তারিখ: ----------

বি: দ্র: সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দরখস্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংযোজনী-২

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি- ২)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

এনএটিপি-২ এর অধীনে প্রাপ্ত অনুদান (এআইএফ-৩/AIF-3) প্রাপ্তি ও ব্যবহার করার অঙ্গীকারনামা

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ---------- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ---------- শীর্ষক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এআইএফ-৩ (AIF-3) খাত থেকে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করি। উক্ত উপ-প্রকল্পটি যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় এআইএফ-৩ খাত থেকে আর্থিক অনুদান বরাদ্ধের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বরাদ্ধ প্রাপ্তির জন্য আমি/আমরা ---------- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে এআইএফ-৩ এর অধীনে প্রাপ্ত অনুদান সদ্ব্যবহারের নিম্নরূপ শর্তাবলি মানিয়া চলিব:

শর্তাবলি:

১) অনুদানের সমুদয় অর্থ শুধু প্রস্তাবিত প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করিব।

২) অনুদানের অর্থ ব্যয়, প্রকল্পের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয়ে বিশ্বব্যাংক ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক/কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত নিয়মাবলি মানিয়া চলিব।

৩) ব্যয় বিবরণী যথাসময়ে অথবা অনুদান প্রদানকারী মৎস্য অধিদপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী দাখিল করিব।

৪) অনুদানের অর্থ ব্যয়, উপ-প্রকল্পের আয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়কে যথাবিহীত অবহিত করিব।

৫) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ের এবং পিএমইউ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সম্প্রসারণ কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করিব এবং তাঁহাদের কারিগরি পরামর্শ অনুযায়ী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করিব।

৬) আমার/আমাদের দ্বারা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার ব্যর্থতা দেখা দিলে তার দায় দায়িত্ব আমি/আমরা বহন করিব। আমি/আমাদের ব্যর্থতার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিব।

৭) প্রকল্পের যেসব যন্ত্রপাতি সরঞ্জাম ক্রয় করা হবে তা প্রস্তাবক উদ্যোক্তা সংস্থা ছাড়া হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৮) অনুদানের অর্থ পরিবেশ ও সমাজবিরোধি কোন কাযক্রমে ব্যবহার করিব না।

উপরোক্ত শর্তাবলি মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ায় উভয়পক্ষ অনুদান প্রদান ও গ্রহণে সম্মত হই। সেমতে, আমি/আমরা ---------- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

১। ১।

২।

উদ্যোক্তার পক্ষে

মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষে

সাক্ষীবৃন্দ (নাম, স্বাক্ষর, ও ঠিকানা)

১।

২।

৩।

এক নজরে এ আই এফ -৩ বাস্তবায়ন কর্মসূচি*

১. কৃষি ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত তালিকা (Inventory) প্রণয়ন: উপজেলার উপযুক্ত সিআইজি, পিও এবং উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী যাদের নিজস্ব অফিস বা ব্যবসায়িক জায়গা আছে, যারা সরকারীভাবে নিবন্ধিত এবং যাদের ট্রেড লাইসেন্স এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক এ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট আছে তাদের নাম, ঠিকানা, ব্যবসায়ের ধরণ, ইত্যাদি বিষয়ে একটি ইনভেনটরি প্রস্তুতকরণ। • **দায়িত্ব:** এটি বাস্তবায়নাধীন। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কার্যালয়কে পিআইইউ, ডিওএফ এর নিকট প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রেরণের জন্য দ্বিতীয় পত্র দেয়া হয়েছে (সূত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, এনএটিপি-২, মৎস্য অধিদপ্তর অংগের পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.৯২০.৩৬.৫৫৩.১৮-৬৬০ তারিখ: ২৯.১১.২০১৮খ্রি. • **সময়সীমা:** ১৫.১২.২০১৮ খ্রি.	২. উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ: • ব্যাপক প্রচার • স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হতে বাংলায় নির্ধারিত ছকের (সংযুক্তি-১) মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান – বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে – গণযোগাযোগের সাহায্যে – ইনভেনটরিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ীদেরকে ওয়েব সাইড বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে • **দায়িত্ব:** সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কার্যালয় • **সময়সীমা:** ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. এর পূর্বে	৩. উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল: • আগ্রহী ব্যবসায় উদ্যোক্তগণ বাংলায় লিখবেন। • নির্ধারিত ছকপত্র (সংযোজনী-১) ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করবেন। • উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কার্যালয় স্বীকৃতিপত্র সহকারে গ্রহণ করবেন। • **দায়িত্ব:** উপজেলার আগ্রহী ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাগণ। • **সময়সীমা:** ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	৪. জমা দেয়া উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সমূহের যাচাই • বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত সারণি-৩ ব্যবহার করে যাচাই সম্পন্ন করে পিআইইউ, ডিওএফ-এ প্রেরণ করতে হবে। • **দায়িত্ব:** সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় • **সময়সীমা** ২০ জানুয়ারি ২০১৯খ্রি.
৫. উপ-প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়ন ও অনুমোদন • পিআইইউ, ডিওএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের মূল্যায়ন কমিটি। • মূল্যায়ন কমিটি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত সারণি-৩ অনুসরণ করে মূল্যায়ন কর্ম সম্পাদন করবে। • মূল্যায়নের পর মূল্যায়ন কমিটি এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। • পিআইইউ, ডিওএফ প্রতিবেদনটি অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক-এর নিকট উপস্থাপন করবে। • অনুমোদিত নামসমূহ পিআইইউ, ডিওএফ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়কে জানাবে। • **দায়িত্ব:** • পিআইইউ , ডিওএফ এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কার্যালয় • **সময়সীমা** ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	৬. মালামাল ক্রয় (বিধিমালায় ১০ নম্বর ধারায় ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে): – 'ক্রয় কমিটি' – 'মালামাল গ্রহণ কমিটি' – বিল পরিশোধ – বিষয়সমূহ যাচাই সাপেক্ষে বিল পরিশোধ করতে হবে। • ফান্ড ব্যবস্থাপনা • ফান্ড অংশীদারিত্ব • ক্রয় পদ্ধতি। • **দায়িত্ব** সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা • **সময়সীমা** ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	৭. অর্থ প্রদান প্রধান কার্যাবলি: – ফান্ড প্রদান – ফান্ড ব্যবস্থাপনা – ফান্ডে অংশীদারিত্ব • পিআইইউ, ডিওএফ সংশ্লিষ্ট উপজেলার এনএটিপি-২ এ্যাকাউন্টে এতদসংক্রান্ত ফান্ডের অর্থ প্রেরণ করবে। • সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কার্যালয় যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার ব্যাংক একাউন্টে চেক এর মারফৎ ফান্ড প্রেরণ করবে। প্রেরণের পূর্বে মালামাল ক্রয় সম্পর্কিত সকমল ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা হয়েছে কীনা তা যাচাই করতে হবে। উদ্যোক্তা কর্তৃক মালামাল ক্রয় করার পর তার গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করে উপযুক্ত মনে হলে বিল ভাউচার পরীক্ষা করে উদ্যোক্তার এ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে হবে। • **দায়িত্ব:** সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় • **সময়সীমা** ৩০ এপ্রিলের ২০১৯ খ্রি.	৮. মালামাল ক্রয়-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা • আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলি (বিধিমালার ১১, ১২ ধারাসমূহ দ্রষ্টব্য) • হিসাব ব্যবস্থাপনা (বিধিমালার ১৩ ধারা দ্রষ্টব্য) • **দায়িত্ব:** আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল কর্মকর্তা • **সময়সীমা** যতদিন প্রয়োজন

*বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিধিমালা দ্রষ্টব্য

৯. এআইএফ--৩ বাস্তবায়ন পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ • ষান্মাসিক ভিত্তিতে পিআইইউ , ডিওএফ পিএমইউ এর নিকট এআইএফ-৩ বাস্তবায়ণের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পাঠাবে। • পিএমইউ মধ্যমেয়াদে এবং প্রকল্পের শেষ বৎসরে একটি করে 'এআইএফ-৩ পারদর্শিতা মূল্যায়ন' করবে। পাশাপাশি, এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়সমূহ ও পর্যালোচনা করা হবে। • এআইএফ-৩ বাস্তবায়ন- পারদর্শিতা বিষয়ে পিএমইউ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। এ ছাড়া, একটি নিরপেক্ষ (Independent) ফার্ম ভাড়া করার মাধ্যমেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজটি করানো হবে। একই সাথে তারা ম্যাচিং গ্রান্ট এর কার্যকারিতা বিষয়েও যাচাই করবে। • দায়িত্ব: • পিআইইউ- ডিওএফ, এবং পিএমইউ (এনএটিপি-২) • সময়সীমা যতদিন প্রয়োজন			